বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার ১৯৪৮ সালের এই দিনে প্রয়াত হন। তাঁর অসংখ্য ছবি বিশাল দামে বিক্রি হত।

প্রথম ভারতীয় যুদ্ধ বিমান চালক ইন্দ্রলাল রায় ১৯১৮ সালের এই দিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বৃহস্পতিবার, ৫ শ্রাবণ ১৪২৮
■ ৪২ বর্ষ ■ ৬৫ সংখ্যা

স্বাগত আমন্ত্রণ

বিলম্বিত বোধোদয় পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূলের। রাজ্য সরকারেরও। বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের কথা ভেবে টাটা গোষ্ঠীকে রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, টাটাদের সঙ্গে রাজ্য সরকার বা বর্তমান শাসকদলের কোনও শত্রুতা নেই। পূর্বের লড়াইটা ছিল বামফ্রন্ট সরকারের জমিনীতির বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ সংকেত পেয়েই যে পার্থ টাটাদের এই আহ্বান জানিয়েছেন, সেটা স্পষ্ট।

টাটা গোষ্ঠী এই আমন্ত্রণে সাড়া দেবে কি না, সেটা পরের কথা। তবে রাজ্যের ভয়াবহ বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পার্থের এই আহ্বান যথেষ্ট ইতিবাচক, সন্দেহ নেই। ১০ বছর আগে তৃণমূলের এই অবস্থান থাকলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি হয়তো আরও ভালো হতে পারত। সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বিদায়ের পর ১৩ বছর কেটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। মাঝে কয়েক বছর রাজ্যে ঘটা করে শিল্প সম্মেলন করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাতে দেশের শিল্প মানচিত্রে বাংলার মুখ খুব একটা উজ্জ্বল হয়নি।

টুকটাক কিছু ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এলেও সেসব দিয়ে রাজ্যের বেকার সমস্যা দূর হয়নি। টাটার মতো দেশের প্রথমসারির শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে ১৩ বছর ধরে বিরোধ জিইয়ে রেখে কার, কী লাভ হল, কে জানে। কিন্তু এতে কোনও সংশয় নেই, বাংলার ক্ষতি হয়েছে প্রভূত। জমি আন্দোলনের উপর ভর করে রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছিলেন তৃণমূল নেত্রী।

জোর করে কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়ার মতো অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সেটাই করেছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত, পূর্বসূরির ভুল শুধরে স্বচ্ছ জমি ও শিল্পনীতির মাধ্যমে রাজ্যে শিল্পায়নের চাকা ঘোরানো। রতন টাটা হোন বা অন্য শিল্পপতি, প্রত্যেকে নিজেদের মুনাফার কথা ভেবেই লগ্নি করে থাকেন। শিল্পপতিদের কিছু সুবিধা না দিলে কেউই মোটা অঙ্কের বিনিয়োগে রাজি হবেন না।

সরকারি পুঁজি যখন সীমাবদ্ধ, তখন বেসরকারি লগ্নি ছাড়া যে এগোনোর উপায় নেই, সেটা মাথায় রাখতে হবে রাজ্যের শাসকদল ও সরকারকে। গায়ের জোরে মানুষের জমি কেড়ে না নিয়েও শিল্প করার অজস্র উদাহরণ রয়েছে। মানুষকে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে, পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করেও শিল্পায়ন করা সম্ভব। তেলেভাজার দোকান এবং ভারী শিল্পের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্যটা বোধগম্য হওয়াও জরুরি।

তাই টাটা বা দেশ-বিদেশের অন্যান্য শিল্পগোষ্ঠীকে শুধু আমন্ত্রণ জানালে চলবে না, শিল্পায়ন সম্পর্কে রাজ্য সরকার ও শাসকদলের স্বচ্ছ পরিকল্পনা থাকাও প্রয়োজন। যাঁরা রাজ্যে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাবেন, তাঁদের যাতে সিন্ডিকেটরাজ, তোলাবাজি, কাটমানির দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করা সরকারের কর্তব্য।

একদা মেহনতি মানুষের অধিকারের নামে আত্মঘাতী, বেপরোয়া জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন রাজ্যের শিল্পাঞ্চলগুলিকে শিল্পশ্মশানে পরিণত করেছিল। ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার অবশ্যই সুনিশ্চিত হওয়া উচিত। কিন্তু কারখানাগুলিকে হানাবাড়িতে রূপান্তরিত করার বিনিময়ে নয়। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে রাজ্যের বর্তমান সরকারকেও। আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে বাংলা যাতে আর অশান্ত না হয়ে ওঠে, তার চাবিকাঠি রয়েছে নবান্নের হাতে।

টাটার সঙ্গে ১৩ বছরের পুরোনো বিরোধ ভুলে রাজ্যের শাসকদলের নতুন পথে হাঁটার চিন্তাভাবনা অবশ্যই সদর্থক পদক্ষেপ। ২০২৪ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার লক্ষ্যে এগোতে চাইছেন। তার আগে শিল্পবিরোধী তকমা গা থেকে মুছে ফেলতে মরিয়া তাঁর দল। এমন পরিস্থিতিতে বম্বে হাউসের সঙ্গে নবান্নের দূরত্ব যত তাড়াতাড়ি দূর হয়, তত মঙ্গল।

অমৃতধারা

বিদ্যার মধ্যে যোগের পদ্ধতি হল সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়া আর যখন এ বাহ্য বিষয়সমূহের উপর তাকায়, তার উদ্দেশ্য হল বাহ্যরূপ ভেদ করে তাদের মধ্যে এক নিত্য সদ্‌বস্তুতে উপনীত হওয়া। অপরাবিদ্যা বাহ্যরূপ ও কর্মপ্রণালীতে ব্যস্ত থাকে, পরাবিদ্যার প্রথম প্রয়োজন হল এই সব থেকে সরে এসে সেই সদ্‌বস্তুতে যাওয়া। এটি এই কাজ করে তিনটি উপায়ে... শুদ্ধি, একাগ্রতা, অভিন্নতা, এদের প্রত্যেকটি পরস্পরের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং প্রতিটির দ্বারা অপরগুলো সম্পূর্ণ হয়। শুদ্ধির উদ্দেশ্য হল সমগ্র মনোময় সত্তাকে এমন এক স্বচ্ছ দর্পণ করা যাতে দিব্য সদ্‌বস্তুর প্রতিফলন সম্ভব হয়, একে এমন এক নির্মল পাত্র ও বাধাহীন প্রণালী করা যার ভিতর দিব্য সান্নিধ্যের ও যার মধ্য দিয়ে দিব্য প্রভাবের বর্ষণ সম্ভব হয়, একে এমন এক সূক্ষ্মভাবাপন্ন উপাদান করা যাকে দিব্যপ্রকৃতি অধিগত করে নতুনভাবে গঠন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হয় দিব্য পরিণামের জন্য।

–শ্রীঅরবিন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ২৯৭৫

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। ছোট ছেলে, ব্রাহ্মণ বালক ৩। রাজ্যসভা, সভা উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বৈঠকখানা, আদালত ৪। লিখিত প্রমাণপত্র, নথি, স্বত্ব বা অধিকার প্রমাণেরপত্র ৫। মুসলমান সন্ন্যাসী, ফকির, বোঁদে দিয়ে তৈরি মিঠাইবিশেষ ৭। আচরণ, বৃত্তি ইত্যাদি বোধক প্রত্যয়বিশেষ, পর্বত ১০। ছোলা ১২। বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দল গঠন ও তাদের মধ্যে বিরোধ ১৪। ভারতের প্রতিবেশী একটি দেশ ১৫। ক্রমাগত হাঁক, আস্ফালনসূচক চিৎকার, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি, প্রভাব প্রতিপত্তি ১৬। শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত অসুরবিশেষ, মৃত্যুর পরে শাস্তি ভোগের কল্পিত স্থান।

উপর–নীচ : ১। রগচটা, একটুতেই রেগে যায় এমন, বদমেজাজি ২। খাতির, সম্মান, মর্যাদা আদরযত্ন ৩। অতিরিক্ত নরম, কাদার মতো নরম ৬। কোদালজাতীয় খননের যন্ত্রবিশেষ ৮। অশ্বারোহী সৈন্যদল ৯। কাক, চড়াই ইত্যাদি যেসব পাখি পরিত্যক্ত খাদ্যবিশেষ খায় ১১। সৌন্দর্য তত্ত্ব বা নন্দন সম্বন্ধীয়, সৌন্দর্যসম্বন্ধীয় ১৩। হত্যা, বধ।

সমাধান ■ ২৯৭৪

পাশাপাশি : ১। শাক্যমুনি ৫। নুন্নড়ি ৬। কালভৈরব ৮। পান্না ৯। নব ১১। আনারকলি ১৩। জাতক ১৪। আচকান।

উপর–নীচ : ১। জানুয়ারি ২। শাড়ি ৩। মুশল ৪। বান্ধব ৬। কান্না ৭। ভৈরব ৮। পাখার ৯। নলি ১০। শশিকর ১১। আকর ১২। কবচ ১৩। জান।

নো কনট্যাক্ট ডেলিভারি সংস্কৃতির প্রজন্মের প্রাপ্য অনেক সহানুভূতি

যশোধরা রায়চৌধুরী

শ্যামের বাঁশি বেজেছে ওই।

রাধা শুনেছে। নিজের ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সে চলেছে। অভিসারে। ঘর হতে আঙিনা বিদেশ নয় রাধার। তবু মধ্যরাত। বেশিদূর যাওয়া যাবে না। চটি পায়ে গলিয়ে ওই রাধা যাচ্ছে। জাস্ট সদর দরজা অব্দি যাবে।

রাধা মা-বাবার বেডরুমের পাশ দিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে গেল ফোন কানে চেপে। বিড়বিড় ফিশফিশ কথা বলছে রাই। কী যেন গোপন সংকেত বাক্য আউড়ে সে সদর দরজার কাছে যায়। খুট করে খুলে যায় দরজা। একটা ওটিপি অথবা একটা সিক্রেট কোড। তরতর করে রাই নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে সংকেত পেয়েই। ডোরবেলে কেউ হাত রাখবে না। রাত একটার সময়ে ডিং ডং বেজে লোকেদের ঘুম ভাঙাবে না। দুর্জন গুরুজন আত্মীয় কুটুম ঘুমিয়েই রইল। রাইয়ের কাজ হয়ে গেল।

মা-বাবা নীচের শোয়ার ঘরে দোর দিয়ে ঘুমোচ্ছে। ফোন ভাইব্রেটিং মোডে রাখা ছিল রাইয়ের। সুইগি থেকে ফোন এল। ম্যাডাম, আই অ্যাম ইন ফ্রন্ট অফ ইয়োর ডোর। আই অ্যাম লিভিং ইওর প্যাকেজ।

দরজার হাতলে খাবারের প্যাকেট ঝুলিয়ে দিল ছেলেটি। বিরিয়ানি।

রাই-এর রাত একটায় রোজ খিদে পায় আজকাল। হায়ার সেকেন্ডারির পড়া, সায়েন্স, ম্যাথ, এসবের চাপ। তার ওপর সারাদিন মায়ের টিকটিক। ক্লাসের অ্যাসেসমেন্ট মানে, পরীক্ষা। প্রতি সপ্তাহে। অন্য ছেলেমেয়েদের বাবা-মা পরীক্ষার সময়ে প্রাইভেট টিউটরকে পাশে বসিয়ে পরীক্ষা দেওয়ায়। ইস্কুলের টিচারদের সঙ্গে নাকি সেটিং করে। যাতে সব পরীক্ষায় 'এ' পায়। এখন তো সারাবছরের ফলের ওপরে ফাইনালের ফল নির্ভর করছে। সেটিং এর মা কিচ্ছু জানে না। খালি বলে পড়, পড়।

অনলাইনে ক্লাস শুরু হয়ে ইস্তক রাইয়ের পড়াশোনার চেয়ে নানা অ্যাপের নানা ঘাঁতঘোঁত শেখা হয়ে গিয়েছে অনেক বেশি। সবার ফোন বা কম্পিউটারের সমস্যা সে মিটিয়ে দেয়। বাবার ফোনের সেটিং সে করে দেয়। তাই তো টুকুস করে করে দেওয়া গেল সেটিং। বাবার কার্ডের নম্বর এখন তার নিজের ফোনে। ওটিপিটাও আসে রাইয়েরই ল্যাপটপে। অনলাইনের জগতে সে এখন পুরো ডন!

পড়া শেষ করে এখন দু'ঘণ্টা ট্যাবে গেম খেলবে রাই। তার পাশাপাশি খিদে চেগে উঠলে, সুইগি বা জোম্যাটোই ভরসা।

শ্যাম ফোন করে ডাকল। রাই দরজায় গেল। শ্যাম চলে গিয়েছে দরজার ছবি তুলে সিস্টেমে আপলোড করে। শ্যামের সঙ্গে রাইয়ের দেখা হল না। এরই নাম নো কনট্যাক্ট ডেলিভারি। আজকাল হচ্ছে। হরবখত হচ্ছে।

বেশ খানিকটা খেয়ে রাই খাবারটা শেষ করতে পারল না। বাবা-মা জানে না খাবারটা ও আনিয়েছে। শেষ না হওয়া ডাব্বাটা রাই জামাকাপড়ের আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখে দিল। এবং ভুলে গেল।

আলমারিতে এখন সার সার প্রাচীন খাবার। অর্ধেক কোকের ক্যান। আধ শেষ হওয়া বার্গার। প্যালিওলিথিক যুগের জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া চিকেনের লেগ। মা জানে না।

রাইয়ের ট্যাবে মা হাত দিলেও কিছু করতে পারে না। গোপন যন্ত্র দিয়ে ট্যাব লক করা। এই যন্ত্রের পাসওয়ার্ড মায়ের কাছে নেই। তালাচাবি যা দেখা যায় না। পৃথিবীতে তারই নাম প্রাইভেসি সেটিং। অদৃশ্য লক্ষ্মণরেখা। কিন্তু ট্যাব কেড়ে নিতে মা তো আর পারবে না এই কোভিড জমানায়। সব লেখাপড়া অনলাইন। আগে মা বাধা দিত এসব ঘাঁটলে। আজকাল পড়িমড়ি করে দৌড়াচ্ছে ভালো ট্যাব কিনে দিতে। না পারলে অশিক্ষার ব্ল্যাকহোল দিয়ে টুপ করে পড়ে যাবে।

এক বছরে কি বেরিয়ে আসা যেত না নম্বরের এই স্টিরিওটাইপ থেকে? অন্য কোনও পরিমাপের মাপকাঠি বানানো যেত না? যা দিয়ে বোঝা যাবে, বই মুখস্থ করে উগরে দিয়ে আসাই শেষকথা নয় পড়াশোনার। পড়াশোনা মানে এবিলিটি... সক্ষমতা। স্কিল। জীবনের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা।

২

কাকলিদের ছোটবেলায় ভাতের পাতে একটা চাল, একটা ভাতের কণাও ফেলার জো ছিল না। মামা, কাকারা কেউ বা পুব বাংলা থেকে এসেছিলেন, সেই তুমুল অভাব-অনটনের দিন, অনিশ্চিতির দিনগুলো। এক বেলা গন্ধ হওয়া আটা। আমেরিকা প্রদত্ত গম। শক্ত, ডেলা ডেলা আটার রুটি খেতে বাধ্য হয়েছে দু'বেলা ভাত খাওয়া বাঙালি। অন্নসংকটের দিনে, একমুঠো ভাত নষ্ট করাও মহাপাপ বলে গণ্য হত।

কাকলির পড়াশুনো ছিল খাতা-বই ক্লাসরুম নির্ভর। ওরা টিফিন ক্লাসে ইস্কুলের বাগানের গাছের কাঁচা আম ইস্কুলের দরজায় চিপে ফাটাত। একজন নুন নিত, একজন তেল, হোমিওপ্যাথির শিশিতে। ফিস্টি।

পড়াশুনো, সবার চোখের ওপর দিয়ে রাইদের প্রজন্মে, নো কনট্যাক্ট ডেলিভারি হয়ে গেল। স্কুল নেই, তাই স্কুলের বন্ধুরা নেই, বন্ধুদের সঙ্গে ফিস্ট করা, আচার খাওয়া নেই।

ইতিমধ্যে জীবনে এল মায়া। মায়া প্রকাশনীর উত্থান। কাকলিদের ছোটবেলায় হাতেগোনা কয়েকটি প্রকাশনীর বিশ্রি হলদেটে খরখরে সস্তার নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা বই পাওয়া যেত। সেগুলোকে 'মানে বই' নামে ডাকা হত। অধিকাংশ বইতে ভুল বানান, ভুল তথ্যও ছাপা হত। দিদিমণিরা বলতেন, 'মানে বই' পড়বে না। মূল পাঠ্যবই ভালো করে পড়বে। একটু ফেলটুস টাইপের ছেলেমেয়েরা দুলে দুলে প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া এই ধরনের বই মুখস্থ করত। একটু বেশি ভালো আঁতেল টাইপ বাচ্চারা না দুলে দুলে, মূল পাঠ্যবই পড়ত। কিন্তু তাদের বাবা-মায়েরাও লুকিয়ে লুকিয়ে কিনে এনে দিতেন মানে বই। সেগুলো তারা রাতের অন্ধকারে এক কাপ কফি খেতে খেতে উলটে-পালটে দেখে নিত পরীক্ষার আগের দিন। কাউকে বলত না।

'মানে বই' জাতে ওঠার সঙ্গে টিভিতে অনেকগুলো চ্যানেল হওয়ার একটা যোগাযোগ আছে। নিউজ চ্যানেলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম হওয়া ছেলেমেয়েদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এইসব সাক্ষাৎকারে যারা মুখ দেখায়, তাদের কদর খুব। তারা বাবা-মার হাত থেকে রসগোল্লা খায় রেজাল্ট বেরোনোর পর। এটাও টিভিতে দেখায়।

তবে কোভিড দেখিয়ে দিল, ১০০০ জনের ওপরে মাধ্যমিকের প্রথম দশের ভেতর। ১০০% পাশ। ৭৯ জন ফার্স্ট! অনেকে বিদ্রুপ করল, মায়া প্রকাশনীর তত জন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর।

এই ভাইরাসটিই, আমদানি করেছে সামাজিক দূরত্ববিধির মতো গেরামভারি শব্দ। সবাই থাক কয়েক হাত দূরে দূরে, চলো নিয়মমতে। নৈকট্য বর্জন করো। এইভাবেই সে জানিয়েছে, নো কনট্যাক্ট ডেলিভারি নামে কিছু একটা আছে। স্পর্শহীন এক সংস্কৃতি গড়ে উঠছে।

শুধু দু'দুটো ব্যাচের ছেলেমেয়েকে দেখতে হবে অজস্র মিম, শুনতে হবে লেখাপড়ার দুর্দশা নিয়ে হাস্যরসিকতা। সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হবে এই দুর্নাম, তাদের পরীক্ষা হয়নি। এ সব কিন্তু তাদের প্রাপ্য ছিল না।

সবাই স্ট্যান্ড করার মতো ভালো হয় না। এই যে অতি ভালোদের পুজো করার সংস্কৃতি, এ যদি একরকমের দূষণ, তো অন্যদিকে, জোগাড় করে, পাশে প্রাইভেট টিউটর বসিয়ে, দিদিমণিদের সেটিং করে, অনৈতিকভাবে পাশ করাও দূষণ। এ দূষণের সুরাহা হবে কি আদৌ? ঘরে ঘরে দেবাঞ্জন তৈরি হবে না তো?

এক বছরে কি বেরিয়ে আসা যেত না নম্বরের এই স্টিরিওটাইপ থেকে? অন্য কোনও পরিমাপের মাপকাঠি বানানো যেত না? যা দিয়ে বোঝা যাবে, বই মুখস্থ করে উগরে দিয়ে আসাই শেষকথা নয় পড়াশোনার। পড়াশোনা মানে এবিলিটি... সক্ষমতা। স্কিল। জীবনের সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা।

দেখা হোক না, কে কত সংবেদনশীল! যে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার নো কনট্যাক্ট ডেলিভারি পেয়ে গেল তাদের জীবনে তো মানুষের সঙ্গে মেলামেশার, কথা বলার, মানুষের প্রতি দয়া-মায়া-কর্তব্যবোধ দেখানোর সফট স্কিলগুলিও বাদ পড়ে গেল। সেই জায়গাটা নিয়ে ভাবুন।

(লেখক সাহিত্যিক)

ওপারের তুলনায় এ বাংলার ছবি আজ নুনহীন তরকারি

প্রতীক

কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে। গানটা বাংলাদেশের সিনেমা জগতের লোকেরা বেশ বুক ফুলিয়ে গাইতে পারেন এখন।

'রেহানা মরিয়ম নূর' প্রথম বাংলাদেশি ছবি হিসাবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত। নায়িকা আজমেরি হক বাঁধন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেছেন, কানের দর্শকরা অনেকেই চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি। অর্থাৎ বাংলাদেশি সিনেমা লকডাউনেও এমন একটা দরজা খুলে ফেলেছে যা তার জন্যে এতদিন বন্ধ ছিল।

সীমান্তের এপার থেকে ক্যাবলা চোখে তাকিয়ে আছি। ইংরেজিতে যাদের ফিল্ম বাফ বলা হয়, তেমন লোকজন ছাড়া আমার মতো ছাপোষা পশ্চিমবঙ্গীয়ের বাংলাদেশি ছবি দেখা হয় না। বাংলাদেশি ছবি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আটকে থাকে ফিরদৌস বা জয়া এহসানের মতো এপারে আসা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর কবরী বা 'অশনি সংকেত'-এর ববিতা আমাদের স্মৃতির কিছুটা অধিকার করে আছেন– এই মাত্র।

তবু বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে আগ্রহ থেকেই যায়। বাড়ি ভাগাভাগি হয়ে মাঝে পাঁচিল উঠে গেলেও এক ভাইয়ের হেঁশেলের আমিষগন্ধ অন্য ভাইয়ের পরিবারকে যেমন উতলা করে। দীর্ঘমেয়াদি তিক্ত কলহে পৃথগন্ন হওয়ার তাৎক্ষণিক উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে বাটি চালাচালিও শুরু হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দুই বাংলার সিনেমার শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রী চালাচালি হয়েছে, কিছু যৌথ প্রযোজনা হয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তি পাওয়া ছবি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পায় না, পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাওয়া ছবিও বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে দেখা যায় না। ইদানীং ওটিটির কল্যাণে অবশ্য বেড়া কিছুটা নীচু।

এর কারণ সরকারি নিয়মের জটিলতা হলেও বাস্তব হল, বাটি চালাচালি হতে গেলে দু'পক্ষেই পাকা রাঁধুনি দরকার। আমি সুস্বাদু পটল-পোস্ত পাঠালে আপনি যদি বিস্বাদ চচ্চড়ি পাঠান, তাহলে ওসব দু'দিনেই বন্ধ হতে বাধ্য। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক

সিনেমার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ছবিকে নুনবিহীন সয়াবিনের তরকারির বেশি কিছু বলা শক্ত।

সন্দেহ নেই, টলিউডে ইস্টম্যান কালারের ক্যাটকেটে দিন আর নেই। ঝকঝকে ছবি দেখা যাচ্ছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী নয়, মিশর থেকে মেরু পর্যন্ত টলিউড দৌড়োচ্ছে। কিন্তু সিনেমা কি শুধু চোখধাঁধানো দৃশ্যপটের সমাহার মাত্র? তাহলে চার্লি চ্যাপলিনের ছবির চেয়ে উন্নততর সিনেমা বলা হত অ্যাভেঞ্জার্স সিরিজকে। নিজের ঘরে কে কী বলে জানা নেই, অন্তত প্রকাশ্যে এখনও তেমনটা কেউ বলে না। সিনেমার প্রাণ হল তার ভাবনা, সেই ভাবনাই প্রতিফলিত হয় দৃশ্যে।

আবদুল্লা মহম্মদ সাদের ছবি 'রেহানা মরিয়ম নূর' এক ডাক্তারি কলেজের অধ্যাপিকার গল্প, যিনি সিঙ্গল মাদার। এক ছাত্রীর নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং নিজের ছয় বছরের মেয়ের স্কুল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি কীভাবে লড়ে যান, তা নিয়েই ছবি। গত বছর বেঙ্গালুরু চলচ্চিত্র উৎসবে এসেছিল রুবাইয়াত হোসেনের ছবি 'মেড ইন বাংলাদেশ'। সে ছবির প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের মহিলা শ্রমিকদের সংগ্রাম।

তালিকা দীর্ঘ করা নিষ্প্রয়োজন। ছবির গুণমানের বিচার শুধু কাহিনী দিয়ে হয় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা সত্যজিৎ-ঋত্বিক-মৃণাল যুগে বাস করছি না, যে কাহিনীর অভিনবত্বকে পাত্তা না দিয়ে অন্য কিছু খুঁজব। তরুণ মজুমদার, অজয় কর বা অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্টাইলে উপভোগ্য গল্প সুন্দর করে দেখানোর মতো নির্দেশকই বা কোথায়? গত দেড় দশকে আমরা ঘুরে ফিরে ব্যোমকেশ, ফেলুদা আর যৌন সুড়সুড়িওলা থ্রিলারের বাইরে কী পেয়েছি? গোটাদুয়েক গদগদ পারিবারিক নাটক। বারবার দেখার মতো ছবি গোটাতিনেক। ফাঁকা কলসির আওয়াজ বাড়িয়ে উত্তমকুমারের প্রবল হিট ছবিগুলোর রিমেক হয়ে চলেছে।

স্বীকার করা প্রয়োজন 'রেহানা মরিয়ম নূর' সিঙ্গাপুরি প্রযোজক, কাতারের গ্রান্ট, ফরাসি অ্যাসোসিয়েট প্রোডিউসার পেয়েছে বলে প্রশংসাযোগ্য ছবি হয়নি। বাংলাদেশে প্রশংসাযোগ্য ছবি হয় বলে ওসব পাওয়া গিয়েছে। চলচ্চিত্র উৎসবে বা দর্শকের প্রশংসাযোগ্য ছবি কোনওটাই প্রযোজকের গুণে তৈরি হয় না।

(লেখক সাংবাদিক)

(সম্পাদকীয় পাতার জন্য রাজনীতির বাইরে লেখা পাঠান) ৫০০ শব্দ। ইউনিকোডে ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠাতে হবে। মেল আইডি : uttarbangaedit@gmail.com)

আলোচিত

সিএএ–এনআরসি নিয়ে ভারতের মুসলিমদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এই দুটো আইন ভারতীয় নাগরিকদের বিরুদ্ধে তৈরি করা আইন নয়। এখানে হিন্দু–মুসলিমের ব্যাপার নেই। এটা কোনও ধর্মের বিরুদ্ধে নয়।

– **মোহন ভাগবত**

আজ

২২ জুলাই, ২০০৩। ইরাকের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের দুই ছেলে উদয় ও কুসে লুকিয়ে ছিলেন মসুল শহরে। সঙ্গে ছিল কুসের কিশোর পুত্র। আমেরিকান সেনারা সেখানে বোমা ফেলে। অপারেশন চলে ৬ ঘণ্টা। পরে দেখা যায়, সাদ্দামের ছেলেরা ও নাতি ধ্বংসস্তূপে মৃত অবস্থায়।

বিন্দু বিসর্গ

তোমার বাবাও পারবে না আমাদের ফোন ট্যাপ করতে। – অভি

জনমত

দ্রাবিড়, এক কাপ ক্রিকেটে তোমাকে চাই

যেভাবে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে রাহুল দ্রাবিড়ের টিম ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হল, তাতে অনিবার্যভাবে একটা চর্চা শুরু হয়ে যাবে। রবি শাস্ত্রীর বদলে সিনিয়ার টিমে দরকার রাহুলকে। তিনিই জুনিয়ার ক্রিকেটারদের মোটিভেট করবেন ভালো। কোনও হাঁকডাক নেই বেশি। রবির মতো চ্যাঁচান না। প্রচার চান না। আড়ালে কাজ করতে ভালোবাসেন। এই ধরনের লোক এখন ভারতীয় ক্রিকেটে বিরল। রবি-বিরাট জুটি বারবার ব্যর্থ হচ্ছে আইসিসির বড় টুর্নামেন্টে। কেন রাহুলকে পরবর্তী কোচ হিসেবে ভাবা হবে না? তবে রাহুল নিজে কোচ হলে হয়।

শ্রীমন্ত সরকার, বালুরঘাট।

করোনাবিধি মেনেই খাতা তুলেছি

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়ারাই কলেজ থেকে খাতা আনতে গিয়েছিল, আমিও তাদের মতো একজন সাধারণ ছাত্র। আপনাদেরই কেউ যদি খাতা তোলার বিকল্প ব্যবস্থা করে দিতেন, তবে হয়তো উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতার শিরোনামে থাকতাম না। কলেজের সব ছাত্রছাত্রী ৪৫০ বা ৭৮০ টাকা করে পরীক্ষার ফি দিয়েছে। কলেজের ছাত্র পরিষদের দাদারা তাই আমাদের খাতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

আমরা যথেষ্টভাবে নিজেদের সাধ্যমতো করোনাবিধি মেনে খাতা তুলেছি। ছাত্র ইউনিয়নের দাদারা প্রথম থেকেই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন করে দিয়েছিলেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন, আগামীদিনে পড়ুয়াদের নিয়ে এমন বিদ্রুপবচনে শিরোনাম না লিখলেই খুশি হব।

সানু বিশ্বাস, শিলিগুড়ি কলেজ।

আলো ফেলার লোকটি আর নেই

'হাঁড়ির খবর নাড়ির খবর' বা 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার, আমরাই আলো ফেলি'তে ঝাঁঝালো লেখার লেখক উত্তরবঙ্গ সংবাদের সহযোগী সম্পাদক প্রয়াত ডঃ রহিত বসুর সঙ্গে পরিচয় আমারই পরিচিত একজনের মাধ্যমে। অল্প সময়ের পরিচয়ে সম্পর্কটা পৌঁছে গিয়েছিল অনেক গভীরে। 'ব্যবহারেই তোমার পরিচয়'– কথাটির সার্থক রূপ ছিলেন রহিতবাবু। গত বছর ২০ জুলাই সন্ধ্যায় শেষবারের মতো হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয়েছিল। ২১ তারিখ ওঁর কলকাতা যাওয়ার পথে ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপ করেছিলাম। কিন্তু উত্তর পাইনি। কে জানত আর কথা হবে না বা দেখা হবে না এই পণ্ডিত মানুষটির সঙ্গে...

সঠিক পাণ্ডিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি যে অন্যদের চেয়ে অনেকটাই আলাদা হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি। ভগবানের কাছে কাতর আবেদন, এমন রসবোধসম্পন্ন বাস্তববাদী লেখক, যাঁর লেখা পড়ার অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠকরা অপেক্ষা করতেন, তাঁর যেন বারবার জন্ম হয়। আপনি যেখানেই থাকুন না কেনও, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন।

অসীম অধিকারী
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

কী করলেন শিল্পার স্বামীরত্ন?

শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রা গ্রেপ্তার হলেন (উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ২১ জুলাই) পড়ে খুব অবাক হলাম না। আইপিএল চলার সময় নানা কেচ্ছার কথা শুনেছিলাম। স্ত্রীর জন্য তিনি অসংখ্যবার প্রচার পেয়েছেন। অর্থহীন প্রচার। এতদিনে তিনি কিছু একটা করলেন। নিজের জোরে প্রচার পেলেন। কিন্তু মুখ পোড়ালেন শিল্পার। অভিনেত্রী নিয়মিত যোগা নিয়ে পরামর্শ দেন সাধারণ মানুষকে। তাঁর স্বামীরত্নটি কী করলেন?

যেভাবে বলিউডের অনেক পরিচিত অভিনেত্রী ও মডেল রাজ কুন্দ্রার দিকে আঙুল তুলছেন, তাতে বিতর্ক বহু দূর গড়াবে।

অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, মালবাজার।

শিক্ষকরা স্কুলে যেতেই চান

গ্রামীণ ও মফসসলের একজন প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে বলতে চাই, গ্রামীণ এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত সরকারি স্কুলগুলোর উপর নির্ভর করে। সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রাইভেটে পড়ে না। গ্রামগুলির দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক স্কুলে যতটা শিক্ষা পায় তাতেই তারা সমৃদ্ধ হয়।

করোনার জন্য স্কুলগুলো বন্ধ। শিক্ষকরা সবাই স্কুলে যেতে চান। কিন্তু উপায় নেই। কাজেই শিক্ষকরা বসে বসে বেতন পাচ্ছেন একথা বলা অর্থহীন।

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, মিলনপল্লি, ময়নাগুড়ি।